তাকদীর তাওয়াক্কুল সবর শোকর

অধ্যাপক গোলাম আযম

তাকদীর তাওয়াক্কুল সবর শোকর

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৮

তাকদীর তাওয়াক্কুল সবর শোকর ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক : মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, আজাদ সেন্টার ৯ম তলা, ৫৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭১১৫২৯২৬৬ ❖ © লেখকের ❖ প্রচ্ছদ: হামিদুল ইসলাম ❖ বর্ণবিন্যাস: কামিয়াব কম্পিউটার ❖ মুদ্রণ : পিএ প্রিন্টার্স, ৪ আর এম দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা।

বিক্রয়কেন্দ্র

৫১, ৫১/এ পুরানা পল্টন (নিচতলা), ঢাকা। ০১৭১৭০৩৫৬২২
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৭৩৫৬২৪৪৩৪
৪২৩ এ্যালিফ্যান্ট রোড, মগবাজার, ঢাকা। ০১৫৫২৩৮৮৪২৩

নির্ধারিত মূল্য : আট টাকা মাত্র

www.pathagar.com

ভূমিকা

তাকদীর সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে মনে এমনসব প্রশ্নের সৃষ্টি হয়, যার উত্তর পাওয়া যায় না। ফলে মনে এতমিনান বা প্রশান্তি থাকে না।

খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মওদূদী (র) 'তাকদীরের হাকীকত' পুস্তকে চিন্তাশীলদের জন্য প্রয়োজনীয় খোরাক দিয়েছেন। এ বইটি পড়ার আগে তাকদীর সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় আমি গোঁজামিল দিয়ে মনকে বোঝ দিতে বাধ্য হতাম। এ বইটি এ বিষয়ে আমাকে পূর্ণ প্রশান্তি দান করেছে।

তবে আমার ধারণা যে, সাধারণ পাঠকের জন্য তা সহজবোধ্য নাও হতে পারে। তাদের উপযোগী করে এ কঠিন বিষয়টিকে সহজে বোঝানোর জন্য এখানে চেষ্টা করেছি।

তাকদীর মানে আল্লাহ তাআলার ফায়সালা। তিনি যে ফায়সালাই করেন তা খুশিমনে মেনে নিতে না পারলে মনে অশান্তির আগুন জ্বলতেই থাকে। তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হলে তাওয়াক্কুল, সবর ও শোকরের গুণাবলি অর্জন করা ছাড়া উপায় নেই। তাই এসব গুণ সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করেছি।

'তাকদীর' শিরোনামে লেখাটি ২০০৮ সালের মার্চ মাসে জেদ্দাস্থ আমার বড় ছেলের বাসায় রচিত। বাকি অংশ দিনাজপুর জেলার খোলাহাটি সেনানিবাসে আমার চতুর্থ ছেলের বাসায় জুন মাসে লেখা হয়।

আশা করি, অল্পশিক্ষিত পাঠক-পাঠিকাগণও এ বইটি থেকে তাকদীর সম্পর্কে সন্তোষজনক ধারণা লাভ করতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার এ আশা পূরণ করুন। আমীন।

গোলাম আযম
জুন ২০০৮

www.pathagar.com

সূচিপত্র

তাকদীর তাওয়াক্কুল সবর শোকর	৫
তাকদীর	৫
তাকদীর আছে বলেই মানবজীবন সচল	৫
তাকদীরের ব্যাপারে সমস্যা কোথায়?	৬
তাকদীর কি মানবজীবনে কোনো সমস্যা?	৭
কর্মজীবনে মানুষের ইখতিয়ার কতটুকু?	৮
একটি প্রশ্নের জওয়াব	৯
একটি হাদীস	১০
তাওয়াক্কুল	১১
সবর	১২
উহুদের যুদ্ধের উদাহরণ	১৩
শোকর	১৫

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাকদীর তাওয়াক্কুল সবর শোকর

তাকদীর

আরবী তাকদীর (تَقْدِيْرٌ) শব্দের অর্থ– নির্ধারিত, ধার্যকৃত, নিরূপিত, স্থিরীকৃত, যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে ইত্যাদি। সূরা ইয়া-সীনের ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

اَلشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ـ

'সূর্য তার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলে। এটা মহা শক্তিশালী ও মহাজ্ঞানী সত্তার দ্বারা নির্ধারিত।'

বিশ্বস্রষ্টা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, সবকিছুর জন্যই বিধি-বিধান নির্ধারিত করে দিয়েছেন। দিনের পর রাত, রাতের পর দিনের আসা-যাওয়া নির্ধারিত। পানি বাস্প হয়ে উপরে উঠা ও বৃষ্টির আকারে নিচে নেমে আসার নিয়ম নির্ধারিত। সকল প্রাণীর জন্ম, মৃত্যু, খাদ্য ও তাদের শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য নির্ধারিত।

প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটছে, সবই নির্ধারিত নিয়মেই ঘটে চলেছে। স্রষ্টার নির্ধারিত নিয়মে পরিবর্তন আনার সাধ্য কারো নেই—এ সবই তাকদীর।

তাকদীর আছে বলেই মানবজীবন সচল

স্রষ্টা মানুষের জন্যই পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন বলে কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেছেন। মানুষকে বস্তুজগৎ, প্রাণিজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ ব্যবহার করার ইখতিয়ার দিয়েছেন। এসব যদি নির্ধারিত নিয়ম মেনে না চলে তাহলে তাদেরকে মানুষ কাজে লাগাতে পারবে না।

রাত ও দিন যদি নির্ধারিত সময় ও নিয়মে না আসে তাহলে গোটা সৃষ্টিজগৎ অচল হয়ে পড়বে। সূর্য যদি নির্ধারিত সময়ে না উঠে ও না ডুবে তাহলে

www.pathagar.com

জীব-জগতে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে এবং মানুষের জীবনে কোনো শৃঙ্খলা বহাল থাকবে না। ফসল উৎপাদনের নিয়ম যদি নির্ধারিত না থাকত তাহলে গোটা উৎপাদন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেত। ধান বুনলে যদি ধানের বদলে অন্য কোনো চারা গজায় তাহলে কেমন দশা হবে? পশু-পাখির বংশবৃদ্ধির পদ্ধতি যদি নির্দিষ্ট না থাকত তাহলে এসবের উৎপাদন ও ব্যবহার কেমন করে সম্ভব হতো?

মানুষের বংশবৃদ্ধির নিয়ম নির্ধারিত আছে বলেই মানুষ বিবাহ করে এবং পারিবারিক জীবন গড়ে উঠে। মানুষের গর্ভে মানুষ জন্মানোর বিধি নির্ধারিত না হয়ে যে কোনো পশু জন্ম নিলে কেমন অবস্থার সৃষ্টি হতো?

তাই আমরা নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করছি যে, মহান স্রষ্টা গোটা সৃষ্টিলোকে তাকদীরের ব্যবস্থা করে একটি চমৎকার বিশ্ব উপহার দিয়েছেন।

তাকদীরের ব্যাপারে সমস্যা কোথায়?

তাকদীরের ব্যাপারে আসলে কোনো সমস্যাই নেই। সঠিক জ্ঞানের অভাবে একমাত্র মানুষের মধ্যেই এ সমস্যা দেখা যায়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, কেউ শত চেষ্টা করেও যা পেতে চায় তা পায় না। আবার কেউ সামান্য চেষ্টায়ই প্রাপ্য জিনিস পেয়ে যায়।

এতে কতক মানুষ মনে করে যে, স্রষ্টা মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত করে দেন। তাই যা ভাগ্যে নেই তা হাজারো চেষ্টা করেও পাওয়া যায় না। মানুষ তাকদীরের হাতে বন্দী। তাদের হাতে ক্ষমতা নেই। তারা পুতুল মাত্র, তাদেরকে দিয়ে যা করানো হয় তারা শুধু তা-ই করতে পারে।

অতীতে যারা এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিল তাদেরকে জাবরিয়্যা ফেরকা বলা হতো। তাদের মতে, মানুষ মজবুর বা নিয়তির অধীন। এর বিপরীত মতবাদে বিশ্বাসদেরকে বলা হতো কাদরিয়া। তাদের মধ্যে মানুষকে যা ইচ্ছা তা-ই করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তা না হলে মানুষ ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি পাবে কেন? ফেরেশতাদের মন্দ কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি বলেই তাদের কোনো শাস্তি পেতে হবে না। তারা বাধ্য হয়ে শুধু ভালো কাজ করে বলেই এতে তাদের কোনো কৃতিত্ব নেই বলে পুরস্কার পাবে না।

www.pathagar.com

তাকদীর কি মানবজীবনে কোনো সমস্যা?

হায়াত, মওত, রিযিক, দৌলত নির্ধারিত। কে কতদিন বেঁচে থাকবে এর ফায়সালা আল্লাহর হাতে। যথাসময়েই মৃত্যু হবে। মৃত্যু বিলম্বিত করার সাধ্য কারো নেই। কে কত পরিমাণ রিযিক ভোগ করবে, কী পরিমাণ সম্পদ অর্জন করবে— এ সবই নির্ধারিত।

আল্লাহ তাআলা যে উদ্দেশ্যে মানুষকে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন এবং মৃত্যুর পর যে অনন্তকালব্যাপী আরো এক জীবন নির্ধারণ করেছেন সে বিষয়ে যাদের স্পষ্ট ধারণা আছে তাদের জন্য তাকদীর কোনো সমস্যা নয়। প্রত্যেক মানুষকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আল্লাহ দুনিয়ায় কিছু দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। দুনিয়া তার কর্মক্ষেত্র। এখানে সে ভালো ও মন্দ যা কিছু করবে এর ফল সে আখিরাতে পাবে। দুনিয়ার জীবনটা তার আসল উদ্দেশ্য নয়। পরকালে সাফল্য লাভ করাই তার জীবনের আসল লক্ষ্য। সে তার প্রভুর মরজিমতো দুনিয়ার জীবনে দায়িত্ব পালন করলে তার সাফল্য নিশ্চিত। তাই সে কত বছর বেঁচে থাকল, কত পরিমাণ রিযিক ভোগ করল তা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। সে দুনিয়া থেকে কিছু পেতে চায় না। সে সবকিছু আখিরাতে পেতে চায়। তাই দুনিয়ার নিয়ামত বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই সে গ্রহণ করে, যাতে দায়িত্ব পালন করতে পারে। 'খেলাম না, পেলাম না, ভোগ করতে পারলাম না'— এ জাতীয় আক্ষেপ তার মধ্যে থাকে না। এ জাতীয় মানুষের জন্য তাকদীর কোনো সমস্যাই নয়।

আল্লাহর শেখানো উপরিউক্ত মনোভাব যাদের নেই, তাদের দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা দুনিয়ার জীবনকে আসল জীবন মনে করে, এতে যা কিছু ভোগ করার আছে সবই ভোগ করতে চায়। এর জন্য দীর্ঘদিন দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে চায়। মৃত্যু থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। বৈধ ও অবৈধ উপায়ে সবকিছু ভোগ করতে পারাকেই তারা জীবনের সাফল্য মনে করে। তাই তাকদীরে তাদের হায়াত, মওত, রিযিক, দৌলত যে নির্ধারিত করা হয়েছে তাতে তারা তৃপ্ত নয়। তারা আখিরাতের ধার ধারে না। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার ফলে তারা দুনিয়ায়ও ব্যর্থ এবং আখিরাতে তো তাদের সর্বনাশই হবে।

www.pathagar.com

কর্মজীবনে মানুষের ইখতিয়ার কতটুকু?

কর্মজীবনে আল্লাহ তাআলা মানুষকে কতটুকু ইখতিয়ার দিয়েছেন, সে বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকলে তাকদীর কোনো সমস্যা বলে মনে হবে না।

জীন ও মানুষ ছাড়া আর সকল সৃষ্টিকে তিনি তাঁর মরজি ও ইচ্ছা এবং তাদের জন্য তাঁরই রচিত বিধান মেনে চলতে বাধ্য করেছেন। অমান্য করার সামান্য কোনো ক্ষমতাও তাদেরকে দেননি।

মানুষকে তিনি তাঁর বিধান ও হুকুম মেনে চলার জন্য বাধ্য করেননি। মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যদি তারা আল্লাহর আনুগত্য করে, তাহলে দুনিয়াতেও কল্যাণ লাভ করবে এবং আখিরাতেও সাফল্য অর্জন করবে। আর অমান্য করলে দুনিয়ায় অশান্তি ও আখিরাতে শাস্তি ভোগ করবে। বোঝা গেল যে, মানুষকে কর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তাই তারা পুরস্কার ও শাস্তির যোগ্য।

এখন হিসাব কষে দেখা প্রয়োজন যে, মানুষকে কর্মক্ষেত্রে কতটুকু স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, কোনো কিছু করার ইচ্ছা করা ও চেষ্টা করার ক্ষেত্রে অবশ্যই স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। মানুষ ভালো বা মন্দ যে কোনো কাজ করার জন্য স্বাধীনভাবে ইচ্ছা ও চেষ্টা করতে সক্ষম। কিন্তু কোনো কাজই সম্পন্ন করার ইখতিয়ার মানুষকে দেওয়া হয়নি। কর্ম বলতে শুধু ইচ্ছাকৃতভাবে চেষ্টা করাই বোঝায়। কর্মটি সমাধা হওয়া বা না হওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে— সেটাই হলো তাকদীর।

কেউ হজ্জ করার ইচ্ছা বা নিয়ত করল। চেষ্টা করে রওয়ানাও হয়ে গেল। পথে মারা গেল। হজ্জ করার কাজ সমাধা করতে পারল না। তার ইখতিয়ারে যতটুকু স্বাধীনভাবে করার সাধ্য ছিল তা সে করেছে। বাঁচা-মরার উপর তার কোনো ইখতিয়ার নেই। যতটুকু তার সাধ্য আছে ততটুকু সম্পন্ন করা হয়েছে বলে হজ্জ করতে না পারা সত্ত্বেও সে হজ্জ করেছে বলে গণ্য হবে এবং তাকে হজ্জের সওয়াব দেওয়া হবে।

এক ব্যক্তি কাউকে খুন করার উদ্দেশ্যে মাথার উপর শাবল তুলে আঘাত করতে চেষ্টা করল। দৌড়ে এসে দুজন লোক আঘাত করতে দিল না। আদালতে প্রমাণ

www.pathagar.com

হলো যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করতে চেষ্টা করেছিল। আইন অনুযায়ী তার জেল হয়ে গেল। অথচ সে তাকে কিছুই করতে পারেনি। খুন করার চেষ্টা সফল না হলেও ইচ্ছাকৃতভাবে চেষ্টা করার কারণেই সে শাস্তি পেল। কর্মটি সমাধা করার ইখতিয়ার তার ছিল না। ইচ্ছা ও চেষ্টা করার ইখতিয়ার ব্যবহার করায় সে শাস্তি পেয়ে গেল।

এক লোক পাখি শিকার করার উদ্দেশ্যে গাছে গুলি করল। ঘন পাতার আড়ালে যে মানুষ ছিল তা সে দেখতে পায়নি। গুলি লেগে লোকটি পড়ে গেল এবং মারা গেল। খুন করার কর্মটি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও আদালতে সে বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। আদালত বুঝতে পেরেছে যে, সে খুন করার ইচ্ছা ও চেষ্টা করেনি।

এসব উদাহরণ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, কর্মের জন্য পুরস্কার ও শাস্তি নয়; ইচ্ছাকৃতভাবে চেষ্টা করা হলেই কর্মটি করা হয়েছে বলে শাস্তি বা পুরস্কার পাবে। তাকদীরে থাকলে কর্মটি সম্পন্ন হবে, তা না হলে সমাপ্ত হবে না। অবশ্য কর্ম সম্পাদনের উপর পুরস্কার ও শাস্তি নির্ভর করে না। কারণ, মানুষের ইখতিয়ার যতটুকু আছে ততটুকুর জন্যই সে দায়ী।

একটি প্রশ্নের জওয়াব

শয়তান মানুষের মনে এ প্রশ্ন তুলে দেয় যে, মানুষ যা কিছু করে তা যদি তাকদীরে আগেই লেখা হয়ে থাকে, তাহলে মানুষ তার কাজের জন্য দায়ী হবে কেন? যে চুরি করল, তার তাকদীরে লেখা ছিল বলেই সে তা করতে বাধ্য হয়েছে। তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে কেন?

আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার ফলে এ জাতীয় প্রশ্নকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। বিশ্বে এ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, যা কিছু ঘটছে এবং যা কিছু ঘটবে— এ সবই আল্লাহর অনন্ত অসীম জ্ঞানে আছে। আল্লাহ তাআলার নিকট অতীত ও ভবিষ্যৎ বলে কোনো কাল নেই। তাঁর নিকট সবই বর্তমান কাল। অতীত কালে কে কোথায় কী কাজ করেছে তা যেমন তিনি জানেন, তেমনি ভবিষ্যৎ কালে কে কোথায় কী কাজ করবে তাও তিনি জানেন। সবই তাঁর শাশ্বত জ্ঞানে বর্তমান। আল্লাহর জানা আছে বলেই মানুষ চুরি করতে বাধ্য

www.pathagar.com

নয়। মানুষ নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় চুরি করে। সে চুরি করবে বলেই তাঁর জানা আছে। এ জানাটা দূষণীয় নয়। তিনি জানেন বলেই সে চুরি করবে না। সে চুরি করবে বলেই তিনি জানেন।

সময় বা কাল এক মুহূর্তও স্থির থাকে না। একটি মুহূর্ত আসার সঙ্গে সঙ্গেই অতীত হয়ে যায় এবং আর একটি মুহূর্ত আসার আগে ভবিষ্যৎ হিসেবে গণ্য হয়। তাই মানুষের জীবনে বর্তমান বলে কোনো কালের অস্তিত্ব নেই। মানুষের নিকট কাল হলো অতীত ও ভবিষ্যৎ; কিন্তু আল্লাহর নিকট কাল শুধু বর্তমান। তাঁর নিকট অতীত ও ভবিষ্যৎ হিসাবে কোনো কাল নেই। কাল সম্পর্কে এ ধারণা যদি স্পষ্ট হয়, তাহলে তাকদীর সম্পর্কে ভুল ধারণা থাকে না।

ভালো বা মন্দ কাজটি সম্পন্ন হওয়া অবশ্যই তাকদীরের উপর নির্ভর করে। কিন্তু কাজটি সম্পন্ন করা মানুষের ইখতিয়ারে নেই। কাজটি করার জন্য ইচ্ছা করা ও চেষ্টা করাটুকুই তার ইখতিয়ার। তাই যেটুকু ক্ষেত্রে তার ইখতিয়ার, সেটুকুর জন্যই পুরস্কার বা শাস্তি পাবে।

একটি হাদীস

রাসূল (স) কতক সাহাবীকে বললেন, দুজন লোক একে অপরকে খুন করার নিয়তে মারামারি শুরু করল। এক পর্যায়ে একজন খুন হয়ে গেল। এক্ষেত্রে তাদের কার শাস্তি কেমন হওয়া উচিত?

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, যে খুন করেছে তাকে তো অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে। যে বেচারা খুন হয়ে গেছে তার আর কী শাস্তি হবে?

রাসূল (স) বললেন, দুজনেই সমান শাস্তি পাবে। দুজনই খুন করার নিয়তে মারামারি করেছে। একজনের মৃত্যুর সময় হওয়ায় মরে গেছে। আরেকজনের মৃত্যুর সময় হয়নি বলে বেঁচে গেছে।

এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, ইচ্ছা ও চেষ্টা করার ইখতিয়ারই শুধু মানুষের আছে এবং এটুকুর জন্যই মানুষ পুরস্কার বা শাস্তি পাবে। কর্মটি সম্পাদনের সাথে পুরস্কার ও শাস্তির সম্পর্ক নেই।

www.pathagar.com

তাওয়াক্কুল

তাওয়াক্কুল (تَوَكُّلْ) অর্থ ভরসা, নির্ভরতা। তাকদীরের সাথে তাওয়াক্কুলের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সূরা ইবরাহীমের ১১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ

'ঈমানদারদেরকে একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।'

এ ভরসা না থাকলে তাকদীরের ফায়সালা অনুযায়ী কাজটি সম্পন্ন না হলে হতাশায় পেরেশান হতে হবে। আল্লাহ এমন এক মহাশক্তি, যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য কোনো শক্তি কিছুই করতে সক্ষম নয়। আল্লাহর ইচ্ছাই তাকদীর। আল্লাহর এ মহাশক্তির উপর ভরসা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য যাবতীয় তদবির বা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা বৈধভাবে অবশ্যই করতে হবে। জ্ঞানবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তদবির অবশ্যই করতে থাকবে; কিন্তু ভরসা সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর রাখতে হবে। তাহলে তদবিরের ফলাফল আশানুরূপ না হলেও হতাশা আসবে না। যার ভরসা একমাত্র আল্লাহর হেদায়াত, তাওফীক ও সাহায্যের উপর থাকে তার আর কারো উপর ভরসার প্রয়োজন হয় না। এমন লোক কোনো পরীক্ষায়ই ফেল করে না। যে তার নিজের শক্তির উপর ভরসা করে— হতাশা-ই তার একমাত্র পরিণাম।

এ ভরসা-ই সংকল্পে অটল থাকার সাহস যোগায়। এ ভরসা আর সকল শক্তি থেকে নির্ভয় করে দেয়। রাসূল (স) বলেছেন, 'যে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিমান হতে চায়, সে যেন একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে।'

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّكُوْنَ اَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ـ

সূরা তালাকের ৩ আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْئٍ قَدْرًا ـ

'আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ নিজের কাজ অবশ্যই পুরা করে থাকেন। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্যই তাকদীর ঠিক করে রেখেছেন।'

www.pathagar.com

সবর

সবর (صَبْرٌ)-এর শাব্দিক অর্থ– ধৈর্য, সহ্য, সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি।

এর মর্মার্থ : আবেগ-অনুভূতি ও কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। ইচ্ছার ঐ মযবুতী, সিদ্ধান্তের ঐ দৃঢ়তা, যার ফলে নাফসের তাড়না ও বিরোধী শক্তির সকল বাধাকে অগ্রাহ্য করে বিবেকের পছন্দনীয় পথে অবিরাম এগিয়ে চলা।

হাদীসের একটি দু'আ নিম্নরূপ :

اَللّٰهُمَّ اِنَا نَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَا بِالْقَدَرِ -

'হে আল্লাহ, আমরা তোমার নিকট চাই সুস্থতা, সচ্চরিত্রতা, বিশ্বস্ততা, সুন্দর স্বভাব ও তাকদীরে সন্তুষ্টি।'

এ দু'আয় তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকার জন্য তাওফীক চাওয়া হয়েছে। তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকতে হলে সবর অত্যন্ত জরুরি।

কুরআন মাজীদে সবর শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, আল্লাহর পছন্দনীয় জীবন যাপন করতে হলে সর্বাবস্থায়ই ধৈর্যের প্রয়োজন :

১. আল্লাহ তাআলা যেসব কাজ করার আদেশ করেছেন তা করতে গেলে যে কষ্ট করতে হয় তা ধৈর্য ছাড়া সম্ভব নয়।

২. তিনি যেসব করতে নিষেধ করেছেন, সেসবের প্রতি নাফসের যে প্রবল আকর্ষণ রয়েছে তা থেকে বিরত থাকার জন্য সবর অত্যাবশ্যক।

৩. আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করা প্রত্যেক মুমিনের প্রধান কর্তব্য। এ কর্তব্য পালন করা তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা সত্যিকার ধৈর্যশীল।

৪. সত্যের পথে টিকে থাকার প্রয়োজনে দুনিয়ার সব রকম ক্ষতিকে বরদাশত করার জন্য সবর অত্যন্ত জরুরি।

www.pathagar.com

৫. আয় রোজগারে সবর :

ক. শুধু নুন ভাতটুকু জুটলেও হালাল পথে টিকে থাকা।

খ. হারাম পথে দুনিয়ার সুখ-সুবিধা পেলেও সে লোভ সামলানো।

গ. সততার কারণে যে ক্ষতি হয় বা যে লাভ হাতছাড়া হয় তা খুশিমনে বরদাশত করা।

ঘ. হারামখোরদের চাকচিক্য ও জাঁকজমক দেখে ঈর্ষা বা কামনার জ্বালা অনুভব না করা।

ঙ. চাকচিক্যময় আবর্জনার তুলনায় নিরাভরণ পবিত্রতাকে ঠাণ্ডা মাথায় শ্রেষ্ঠ বলে অনুভব করা।

৬. সত্যিকার ধৈর্যশীল যারা তারা–

ক. সত্যের পথে অবিচল থাকে।

খ. কোনো ক্ষতি ও মুসীবতে সাহস হারায় না।

গ. সফল না হলেও মনভাঙা হয় না।

ঘ. কোনো লোভে পদস্খলিত হয় না।

ঙ. সাফল্যের সামান্য সম্ভাবনা না থাকলেও সত্যকে মযবুতীর সাথে আঁকড়ে ধরে থাকে।

উহুদের যুদ্ধের উদাহরণ

উহুদের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর যে পরাজয় হয় তা যে সবরের অভাবেই হয়েছিল, সে কথা বোঝানোর উদ্দেশ্যে সূরা আলে ইমরানের ১৪৬ নং আয়াতে পূর্ববর্তী নবীগণের এবং তাদের সাহাবীদের সবরের উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ـ

'এর আগে কত নবীই গত হয়ে গেছেন, যাদের সাথে মিলে আল্লাহওয়ালা লোকেরা যুদ্ধ করেছে। আল্লাহর পথে যত মুসীবতই তাদের উপর পড়েছিল, সে জন্য তারা হতাশ হয়নি। তারা কোনো দুর্বলতা দেখায়নি এবং তারা (বাতিলের সামনে) মাথানত করেনি। এমনই ধরনের ধৈর্যশীলদের আল্লাহ পছন্দ করেন।'

www.pathagar.com

উহুদের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে যে কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হলো, তখন রাসূল (স) ধীরমস্তিষ্কে যে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হলেন তা তাঁর চরম ধৈর্যেরই প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে উক্ত ১৪৬ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসলিম বাহিনীকে যে শিক্ষা দিলেন, তা এ আয়াতের টীকায় মাওলানা মওদূদী তাফহীমুল কুরআনে লিখেন :

'নিজেদের কামনা-বাসনাকে সংযত রাখো। তাড়াহুড়া করো না। ঠাণ্ডামাথায় ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি প্রয়োগ করো। বিপদ-আপদ ও সংকট সমস্যার সম্মুখীন হলেও যেন তোমাদের পা না টলে। উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে রাগের বশবর্তী হয়ে যেন কোনো অর্থহীন কাজ করে না বস। বিপদের আক্রমণ চলতে থাকলে এবং অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে মোড় নিচ্ছে দেখে যেন মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি না হয়। উদ্দেশ্য সফল হওয়ার আগ্রহে অধীর হয়ে বা আধাপাকা কোনো তদবিরকে আপাত দৃষ্টিতে কার্যকর মনে করে যেন কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয়। বৈষয়িক স্বার্থ, লাভ ও ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের লোভে যেন তোমাদের নাফস দুর্বল হয়ে না পড়ে।

সবর শব্দটি দ্বারা এ সবই বোঝায়। এ রকম সবর যারা অবলম্বন করতে সক্ষম হয় তারাই আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন পেয়ে ধন্য হয়। এরাই আল্লাহর ভালোবাসার পাত্র।'

www.pathagar.com

শোকর

শোকর (شُكْر) শব্দটি কুফর (كُفْرٌ) শব্দের বিপরীত। শোকর মানে নিয়ামতের স্বীকৃতি, আর কুফর মানে অস্বীকৃতি। সূরা ইবরাহীমের ৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ .

'যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর তাহলে তোমাদের জন্য (আমার নিয়ামত) অবশ্য অবশ্যই বাড়িয়ে দেব। আর যদি তোমরা কুফরী কর তাহলে (জেনে রাখো যে) আমার আযাব অত্যন্ত কঠিন।'

মনের যে অবস্থার নাম সবর, এরই আরেক দিক হলো শোকর। সবর হলো ধৈর্য, আর শোকর হলো কৃতজ্ঞতা বা উপকারীর উপকার স্বীকার করা। শোকরের জযবা থাকলেই সবর করা সম্ভব। সবরের জযবা থাকলেই শোকর করা সহজ। সবর ও শোকরের জযবার সমন্বয় হলেই তাকদীরের ফায়সালাকে সন্তুষ্টচিত্তে কবুল করা সম্ভব। তাই তাকদীরের সাথে সবর ও শোকরের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

শোকর-এর তিনটি দিক রয়েছে–

১. দিল দিয়ে উপকারীর উপকারকে পূর্ণরূপে স্বীকার করা।
২. এ স্বীকৃতিকে মুখে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা।
৩. উপকারীর নির্দেশ পালন করে বাস্তবে শোকরিয়ার প্রমাণ দেওয়া।

আল্লাহ তাআলার প্রতি শুকরিয়ার হক আদায় করতে হলে—

১. তাঁর দেওয়া নিয়ামত যে এককভাবে তিনিই দিয়েছেন তা সঠিকভাবে অনুভব করতে হবে। অন্য কোনো সত্তাকে এ ব্যাপারে তাঁর সাথে শরীক মনে করা চলবে না।
২. নিয়ামতদাতার প্রতি আন্তরিক মহব্বত ও পূর্ণ আনুগত্যের জযবা অনুভব করতে হবে।

www.pathagar.com

৩. নিয়ামত দাতার ইচ্ছানুযায়ী ও তাঁর শেখানো পদ্ধতিতেই নিয়ামতকে ব্যবহার করতে হবে।

আল্লাহর দীন ও শরীআত সর্বশ্রেষ্ঠ মেনে নিলেই শুকরিয়ার কর্তব্য পালন হয়। এর কোনো এক অংশকেও মানতে অস্বীকার করা কুফরী।

উপসংহার

তাওয়াক্কুল, সবর ও শোকর সম্পর্কে আলোচনা থেকে এ কথা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, তাকদীর সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করার জন্য তা কতটা আবশ্যক।

এ কয়টি গুণ সরাসরি তাকদীরের প্রতি ঈমানকে মজবুত করে এবং তাকদীর সম্পর্কে অন্তরে পূর্ণ প্রশান্তি দান করে।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড